দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 APR 1997
পৃঃ ৩ কলাম ৫

33

স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের
ব্যাংক একাউন্ট খোলার সময়
বাড়ানো হয়েছে

মোঃ আবদুর রহিম ।। সারা দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ বিতরণের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর পৃথক পৃথক একাউন্ট খোলার সময়সীমা ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে জানা গেছে। সূত্র মতে, আজ অথবা আগামী দুই দিনের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারী আদেশ জারি হতে পারে। শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন নির্ধারিত ব্যাংকসমূহের যে কোন শাখায় একাউন্ট খুলতে পারবেন বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সূত্র উল্লেখ করে।

ইতিপূর্বে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ বিতরণ করা হতো বিদ্যালয় একাউন্ট-এর মাধ্যমে। এতে বহু অনিয়ম হতো। শিক্ষক-কর্মচারীদের টাকা প্রাপ্তি সহজ এবং নিশ্চিত করতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীরা যাতে সহজে তাদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা উঠাতে পারেন সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক তাদের পূর্ব নির্ধারিত শাখাসমূহের পরিবর্তে যে কোন শাখায় একাউন্ট খোলার অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জনতা ব্যাংক-এর মতামত এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সকল বেসরকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৩০ হাজার। এত পরিমাণ একাউন্ট খোলার জন্য ব্যাংকসমূহ একাউন্ট খোলার ফরম এবং একাউন্ট খোলার পর চেক বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যাংকসমূহ জানিয়েছে, ফরম ও চেক বই-এর চাহিদা মেটাতে তাদের নতুন করে ছাপানোর কাজ করতে হবে এবং তাতে আরো এক মাস সময় লাগবে। এমতাবস্থায় শিক্ষক-কর্মচারীদের একাউন্ট খোলার সময়সীমা দুই মাস বর্ধিত করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।